দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৫ ...

স্বাচিপের নয়া কমিটি আর্সলান সভাপতি আজিজ মহাসচিব

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অধ্যাপক ডাঃ ইকবাল আর্সলানকে সভাপতি এবং অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবদুল আজিজকে মহাসচিব করে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন কমিটি অনুমোদন করেন। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাচিপের সদ্য বিদায়ী সভাপতি আ. ফ. ম রুহুল হক কমিটি গঠনের বিষয়টি জনকণ্ঠকে নিশ্চিত করেছেন। বুধবার সন্ধ্যায় নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ রাজধানীর ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। স্বাচিপের নতুন নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গঠিত নতুন কমিটিতে অধ্যাপক ডাঃ আবদুর রউফ সরদার, অধ্যাপক ডাঃ কনক কান্তি (১৯ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

স্বাচিপের নয়া

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

বড়ুয়া, ডাঃ জামালউদ্দিন চৌধুরী ও ডাঃ রোকেয়া সুলতানা সহ-সভাপতি হয়েছেন। যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছেন অধ্যাপক ডাঃ জাকারিয়া স্বপন, অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার বড়ুয়া ও ডাঃ জুলফিকার লেনিন। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন অধ্যাপক ডাঃ আবু ইউসুফ ফকির।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১২ বছর পর গত ১৩ নবেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাচিপের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন কমিটি গঠনের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিয়ে সম্মেলন স্থগিত করা হয়। স্বাচিপের নেতৃত্বে কে আসছেন তা নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে কৌতূহল ছিল। নতুন কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে এর অবসান হলো। ১২ বছর আগে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) শেখ হাসিনা নিজেই সভাপতি পদে অধ্যাপক ডাঃ আ ফ ম রুহুল হককে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ওই সময় মহাসচিব পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন বর্তমান বিএমএ মহাসচিব অধ্যাপক ডাঃ ইকবাল আর্সলান।

সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ ইকবাল আর্সলান ॥ স্বাচিপের নতুন সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ ইকবাল আর্সলান বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) মহাসচিব, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসিক সায়েন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদের ডীন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের সহ-সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। সভাপতি হওয়ার আগে তিনি স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) মহাসচিব ছিলেন।

মহাসচিব অধ্যাপক ডাঃ আবদুল আজিজ ॥ আর স্বাচিপের নতুন মহাসচিব অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবদুল আজিজ ময়মনসিংহ সদরের ৬নং চরঈশ্বরদিয়া ইউনিয়নের চর বড়বিলা গ্রামে ১৯৬০ সালের ১৩ মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ হাসান আলী। তিনি ১৯৮৫ সালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। তিনি ১৯৮২ সালে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, ১৯৮৩ সালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ১৯৮৪ সালে ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি, ১৯৮৫ সালে বিএমএ ময়মনসিংহ শাখার সেন্ট্রাল কাউন্সিলর, ১৯৮৯ সালে বিএমএ নেত্রকোনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক, ১৯৯৩ সালে স্বাচিপ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ১৯৯৫ সালে হোস্টেল ওয়েলফেয়ার কমিটি, আইপিজিএম এ্যান্ড আর'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, ১৯৯৬ সালে বিএমএ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি ও বিএমএ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, ২০০২ সালে স্বাচিপ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, ২০০৩ সালে স্বাচিপ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ২০০৯ সালে বিএমএ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালে তিনি চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। তারপর তিনি রাজধানীর মগবাজারের ডাঃ সিরাজুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি এই মেডিক্যাল কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আর ২০১২ সাল থেকে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বিএমএ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

স্বাচিপের নতুন কমিটিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন ॥ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) নতুন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ এম ইকবাল আর্সলান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডাঃ এমএ আজিজসহ সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দেশের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে স্বাচিপের নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করবেন বলে এক অভিনন্দন বার্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেশের দরিদ্র মানুষ যেন কোনভাবেই চিকিৎসকদের সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে স্বাচিপের নতুন নেতৃত্বকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। তিনি সাধারণ মানুষের সেবা নিশ্চিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পরিষদের সকল চিকিৎসককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।